প্রথম আলো

পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

িলেট শিক্ষা বোর্ড

ড়া করা ভবনে আর কত কাল?

। সাত বছর ধরে 'সিলেট মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড'-এর কার্যক্রম চলছে সিলেট উপশহ
া করা ছয় তলা একটি বাড়িতে। এর জন্য শিক্ষা বোর্ডকে ভাড়া বাবদ প্রতি মাসে গুনতে হচ্ছে ৮৬ হা
গ। গত সাত বছরে এ খাতে বোর্ডের ব্যয় হয়েছে প্রায় পৌনে এক কোটি টাকা। এ তথ্য জানা
লট বিভাগের পাঠকদের জন্য *প্রথম আলোর* নিয়মিত পাক্ষিক আয়োজন 'আলোকিত সিলেট' থেকে
সিলেটবাসীর দীর্ঘদিনের দেনদরবার ও আন্দোলনের ফসল সিলেট শিক্ষা বোর্ড। তাদের প্রত্যাশা
ক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হলে ভোগান্তি কমবে এবং সকল কার্যক্রম সহজতর হবে। কিন্তু ভাড়া বাড়িতে
সরে শিক্ষা বোর্ডের কাজ চলায় শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের নানা রকম ভোগান্তির মুখে প
ছ। বোর্ডের ভবন নির্মাণের জন্য তিন একর জমি বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও নিজস্ব ভবন নির্মাণের কাজ
রের পর বছর থেমে আছে তা অস্পষ্ট।

সিলেট মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেছেন, 'কাজ চলছে। কোনো কিছু
টকে থাকছে না।' বোর্ডের চেয়ারম্যানের এ ধরনের দায়সারা বক্তব্য কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য
য়োজনীয় বরাদ্দের অভাবে একটি শিক্ষা বোর্ড বছরের পর বছর ভাড়া করা বাড়িতে কাজ চালাচ্ছে
খজনক। শিক্ষা বোর্ডের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরুর আগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের
র্মাণের পরিকল্পনা ও তা দ্রুত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল।

শিক্ষা বোর্ডের অনেক কার্যক্রমে গোপনীয়তা রক্ষা করা অপরিহার্য; সে ক্ষেত্রে ভাড়া করা বাড়িতে
র্ডের কার্যক্রম পরিচালনা কোনোভাবেই সুবিবেচকের কাজ হতে পারে না। অবিলম্বে ভবন নির্মাণের
য়োজনীয় বরাদ্দ দিয়ে সিলেট শিক্ষা বোর্ডকে গতিশীল করা হোক।